23-JUL 2008
৮ ৪

দৈনিক
ইনকিলাব

অবশেষে কিছুটা হলেও শিক্ষার্থীদের দাবী মানলো জবি কর্তৃপক্ষ

কমানো হয়েছে সকল ফি

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার : অবশেষে নানা চড়াই-উৎরাইয়ের পর সাধারণ শিক্ষার্থীদের দাবী মেনে নিল জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। সকল ফি কমিয়ে আনা হয়। যদিও শিক্ষার্থীদের দাবী ছিল অর্ধেকের কম কমিয়ে আনা। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন-সূত্র জানিয়েছে, অর্ধেকের কম কমিয়ে আনতে হলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের অনুমতি লাগবে। অন্যথায় কমানো বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের জন্য অসম্ভব।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, গতকাল মঙ্গলবারও সাধারণ শিক্ষার্থীরা মিডটার্ম পরীক্ষা বর্জন করে সকাল

ইনকিলাব : আন্দোলনকারী সাধারণ শিক্ষার্থীদের বর্ধিত সেমিস্টার ফিসহ পাঁচ দফা দাবী মেনে নেয়ার ঘোষণা দেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর কাজী আসাদুজ্জামান

১০টা থেকে সাড়ে ১১টা পর্যন্ত ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল, সমাবেশ করেছে। পরে সকল ফি কমানোর জন্য গঠিত পর্যালোচনা কমিটি ফি কমানোর ঘোষণা দিলে তারা আন্দোলন ত্যাগ করে। পর্যালোচনা কমিটির ঘোষণা অনুযায়ী প্রতি সেমিস্টারের সেশন ফি ১২৫০ টাকার পরিবর্তে ৭৫০ টাকা দিতে হবে অর্থাৎ ৫০০ টাকা কমিয়েছেন তারা। পরিবহন ফি ৬০০ টাকার পরিবর্তে ৫০০ টাকা, ডোনেশন ফি ৩৫০ টাকার পরিবর্তে ২৫০ টাকা, খেলাধুলা না হওয়ায় ৫০ টাকার পরিবর্তে ২৫ টাকা দিতে হবে শিক্ষার্থীদের। সেমিস্টার (৩য়/৪র্থ) ২৫০০ টাকাকে দুইভাবে পরিশোধ করার সুযোগ দেয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। আন্দোলনকারী একাধিক শিক্ষার্থী জানিয়েছে, অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে সকল ফি বেশী ও সুযোগ-সুবিধা কম হওয়ায় তারা আন্দোলন করেছে। জানা যায়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বেতন ভাতা অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাঁচগুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীরা যেখানে ১৮ টাকা বেতন পরিশোধ করে সেখানে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীর ১০০ টাকা পরিশোধ করতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলেও শিক্ষকসহ অন্য প্রশাসনিক কর্মকর্তারা বেশীর ভাগ প্রেষণে নিয়োজিত রয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মাত্র ১২৬ জন শিক্ষকের নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্র জানিয়েছে। এসব ব্যাপারে আলাপ করতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয় ভিসি ড. সিরাজুল ইসলাম খানকে ব্যস্ত পাওয়া গেছে।